পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

২৯শে কার্তিক, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর ১৯৮০ ইং : ৬ই মহরম, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

ঃ হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনা সংখ্যা ঃ

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী — ১৫ ই নভেম্বর, ১৯৮০ ইং — ৩৪শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরে কুরআন : 'ইসলামের বিজয় দিবস সমাগত— পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী'	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৯
* অমৃতবাণী : 'জগৎ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত আগমনকারীর যথাসময়ে আবির্ভাব'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১২
* ফ্রাঙ্কফোর্টে সাংবাদিক সম্মেলন : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক বক্তব্য :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৫
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৫
* কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমায় হুজুরের গুরুত্বপূর্ণ বাণী :		
* তাহরীকে জদীদের ৪৭ তম বর্ষের ঘোষণা :		

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোথায় ?

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। সারা শতাব্দী শেষ হইয়া গেল। তিনি কোথায়? পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাহারও আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী নাই। আলেমকুল বলুন হযরত ইমাম মাহ্‌দী কোথায়?

এ সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আগামী সংখ্যায় পাঠ করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮০ ইং : ১৫ই নবুয়ত, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

ইসলামের বিজয়দিবস সমাগত

পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

(*হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-ফজরের তফসীর অবলম্বনে।*) —মোঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূরা বুরুজে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন :

والسماء ذات البروج واليوم الموعود— "রাশি সম্বলিত আকাশের কসম এবং কসম প্রতিশ্রুত দিবসের।" সূর্য এক এক রাশিতে এক এক মাস অবস্থান করিয়া বার মাসে বার রাশি পার হইয়া বৎসরান্তে আবার প্রথম অবস্থানে ফিরিয়া আসে। * রাশিগুলি তারকাগুচ্ছের সমাবেশ লইয়া গঠিত। আল্লাহ্তায়ালা বারটি তারকা-রাশিকে সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করিয়া প্রতিশ্রুত দিবসকে পেশ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে প্রোজ্জ্বল সূর্যস্বরূপ পেশ করিয়াছেন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার সাহাবাকে তারকা স্বরূপ বলিয়াছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিজ শতাব্দীর পর প্রত্যেক শতাব্দীতে মোজাদ্দেদগণের মাধ্যমে তাঁহার প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। মোজাদ্দেদগণ বস্তুতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সাহাবা তুল্য এবং তাঁহার প্রকাশস্থল। আল্লাহ্তায়ালা বার রাশির কসম খাইয়া নৈসর্গিক নিদর্শনের ভাষায় রুহানী নেযামে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শতাব্দীর পর বার শতাব্দীতে বারজন মোজাদ্দেদ আসার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বারজন মোজাদ্দেদের নাম :

---

* আকাশে বার রাশির নাম :—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। সূর্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে অবস্থান করে, জৈষ্ঠ্য মাসে বৃষ রাশিতে, ইত্যাকার ভাবে চৈত্র মাসে মীন রাশিতে গিয়া পৌঁছায়। বৈশাখ মাসে আবার নূতন করিয়া মেষ রাশিতে যাত্রা আরম্ভ করে।

দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরী হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)
তৃতীয় শতাব্দী হিজরী ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং আহমদ বিন হাম্বাল (রহঃ)
চতুর্থ " ,,— ইমাম শরীহ্ (রহঃ) ও আবুল হাসান আসকারী (রহঃ)
পঞ্চম " ,,— আবু আহমদ আসকালানী (রহঃ) ও কাজী আবু বকর বাকলানী মালেকী (রহঃ)
ষষ্ঠ " ,,— সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) এবং ইমাম গাযযালী (রহঃ)
সপ্তম " ,,— খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমিরী (রহঃ)
অষ্টম " ,,— ইমাম আহমদ বিন আব্দুল হালিম ইবনে আব্দুল সালাম ইবনে তাইমীয়া (রহঃ) এবং হাফিয ইবনে হাজ্‌র আসকালানী (রহঃ)
নবম " ,,— ইমাম সিউতি (রহঃ)
দশম " ,,— ইমাম মোহাম্মদ তাহের গুজরাটী (রহঃ)
একাদশ " ,,— মোজাদ্দেদ আলফে সানী ইমাম আহমদ সারহিন্দী (রহঃ)
দ্বাদশ " ,,— শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ)
ত্রয়োদশ " ,,— সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) —(হিজাজুল কেরামাহ্)

শেষ মোজাদ্দেদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী এক দল মুসলমানের সাহায্যে শিখদের দ্বারা শহীদ হওয়া ইসলামে ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্ধকারকে গভীর ও ভীতিপ্রদ করিয়া দিয়া যান এবং সর্বত্র মুসলমান জাতির অবস্থা একান্ত নিরুপায় ও অসহায় দৃষ্ট হয়। তাই মুসলমানগণকে সান্ত্বনা দিয়া বার রাশির পর প্রতিশ্রুত দিনের স্বরূপের প্রকাশ আল্লাহ্‌তায়ালা পরবর্তী আয়াতে কসমের দ্বারাই দিয়াছেন: وشاهد و مشهود

শাহেদ ও মশহুদ :

"কসম শাহেদ অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতার এবং কসম মশহুদ অর্থাৎ যাহার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হয়।" তের শতাব্দীর অন্তভাগে ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে জগত মনে করিবে ইসলাম ধর্মের এখন মৃত্যু ঘটিবে এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও কুরআন মজিদের দাবী ও শিক্ষা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে ও দুনিয়া হইতে ইসলাম মুছিয়া যাইবে। এই ভাবী অবস্থা ও মনোভাবের মোকাবেলায় আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও পবিত্র কুরআনের সত্যতা সাব্যস্ত করিতে এক সাক্ষ্যদাতা প্রেরণের কসম খাইতেছেন এবং তিনি যাঁহার সাক্ষ্য দিতে আসিবেন (অর্থাৎ হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও পবিত্র কুরআন তথা ইসলামের সত্যতার) তাঁহার কসম খাইতেছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক শব্দের গোড়ায় গোড়ায় কসমের দ্বারা প্রতিশ্রুত শতাব্দীর আগমন, প্রতিশ্রুত পুরুষের আবির্ভাব এবং ইসলামের সত্যতা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চিত সুসংবাদ দিয়াছেন। বার রাশির কসমের পর প্রতিশ্রুত দিনের কসম দ্বারা প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমনের সময় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শতাব্দীর পর বার শতাব্দী অন্তে চতুর্দশ শতাব্দীকে চিহ্নত করা হইয়াছে। সাক্ষী বাদীর কেসকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তদনুযায়ী প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ প্রতিবিম্ব হইয়া

তাঁহার আনীত দীনকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই সত্যই 'শাহেদের' কসম ও 'মশহুদের' কসমের মধ্যে নিহিত আছে। বস্তুতঃ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছেন এবং তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ প্রতিবিম্বরূপে আবির্ভূত হইয়া ইসলামের আকাশে আজ পূর্ণ চন্দ্রের আকারে শোভা পাইতেছেন।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং তাঁহার শতাব্দী অর্থাৎ প্রথম শতাব্দী হিজরীতে বশীর ও নযীর রূপে বিরাজিত ছিলেন। অতঃপর মোজাদ্দেদগণ ইসলামের আকাশে মধ্যবর্তী বার শতাব্দী ব্যাপী তারকার ন্যায় কিরণ দেন। বার রাশির সফর শেষে ইসলামের আকাশে চতুর্দশ শতাব্দীতে আবার বশীর ও নযীরের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এবার সূর্যরূপে নহে, বরং পূর্ণ চন্দ্ররূপে, নূতন শরীয়তধারী হিসাবে নহে, বরং কামেল শরীয়ত ইসলামের পূর্ণ অনুসারী, নবজীবন সঞ্চারকারী ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী রূপে। তাঁহার বহু এনযারী (সতর্কমূলক) ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মধ্যে একটি মাত্র নিম্নে নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হইল :

"স্মরণ রাখিও, খোদাতায়ালা আমাকে সাধারণ ভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয় জানিও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, সেইরূপ ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ারও বিভিন্ন এলাকায় আসিবে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি কেয়ামতের নমুনা স্বরূপ হইবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হইবে যে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইবে। এই মৃত্যু হইতে পশু-পক্ষীও রক্ষা পাইবে না এবং পৃথিবীতে এরূপ ধ্বংস দেখা দিবে যে, যেদিন হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, সেদিন হইতে এইরূপ ধ্বংস কখনো আসে নাই, এবং অধিকাংশ স্থান উলট-পালট হইয়া যাইবে; দেখিয়া মনে হইবে যেন উহাতে কখনও কোন অধিবাসী ছিল না। ইহার সহিত আকাশ ও পৃথিবীর আরো বহুবিধ বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইবে, যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে উহার নযীর মিলিবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দিবে যে, পৃথিবীতে এ কি হইতে চলিল? অনেকে রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে এবং অনেকে বিনষ্ট হইবে। সেই দিন সন্নিকট এবং আমি উহাকে দ্বারদেশে উপস্থিত দেখিতেছি। তখন দুনিয়া কেয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করিবে। শুধু ভূমিকম্প নহে, বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে, কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মনপ্রাণ ও সকল শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত; পরন্তু আমার আগমনের সঙ্গে খোদাতায়ালার ক্রোধের গোপন ইচ্ছা, যাহা বহুদিন হইতে লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রকাশিত হইবে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন— "কোন সাবধানকারী (রসুল) প্রেরণ না করিয়া আমরা কখনও শাস্তি অবতীর্ণ করি না (১৭:১৬)।

অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্বেই ভীত হয়, তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। তোমরা কি মনে করিয়াছ এই সকল ভূমিকম্প

হইতে তোমরা নিরাপদে বাঁচিয়া যাইবে বা স্বীয় চেষ্টায় নিজেদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে? কখনো নহে। মানুষের চেষ্টা সেদিন অচল হইবে। ইহা মনে করিও না যে আমেরিকা ইত্যাদি দেশে ভূমিকম্প আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের দেশ উহা হইতে নিরাপদ থাকিবে। আমি তো দেখিতেছি হয়ত তাহা হইতেও গুরুতর বিপদের মুখ তোমরা দেখিবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপ বাসীগণ কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাইতেছি। সেই এক এবং অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে, সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লুতের যুগের দৃশ্য তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

নিম্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর এক বাশারত (শুভ সংবাদ) উদ্ধৃত করিলাম:

"স্মরণ রাখিও, যখন উল্লেখিত (প্রতিশ্রুত) পাঁচটি ভূমিকম্প ঘটিয়া যাইবে এবং উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। ইহার পর কিছুকাল যাবৎ অসাধারণ ও ধ্বংসকারী ভূমিকম্প আগমনের অবসান ঘটিবে এবং প্লেগ (মহামারীও) আর দেখা দিবে না। এ সম্বন্ধে খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন: إِنِّي عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ

অর্থাৎ, "এই জাহান্নামের উপর অর্থাৎ মহামারী ও ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া যাইবার পর এমন এক সময় আসিবে, যখন এই জাহান্নামের মধ্যে আর একটি প্রাণীও থাকিবে না।" নূহ নবী (আঃ)-এর যুগে যেমন মহাপ্লাবনহেতু বহু প্রাণ নাশের পর এক শান্তির যুগ আসিয়াছিল, বর্তমান ক্ষেত্রেও তদ্রূপ হইবে। খোদাতায়ালা উপরোক্ত ইলহামের উপর আরও বলিয়াছেন: ثُمَّ يُغَاثُ النَّاسُ وَيُمْطَرُونَ

অর্থাৎ "পুনরায় মানুষের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইবে। যথাসময়ে বর্ষা হইবে এবং পৃথিবী ধনধান্যে পূর্ণ হইবে। এক মহা আনন্দের যুগের পরিবর্তন হইবে এবং অসাধারণ বিপদপাতের অবসান হইবে। কেননা মানুষ যেন ইহা মনে না করে যে, খোদা কেবল কা'হ্হার' (শাস্তি দাতা), এবং তিনি 'রহীম' (দয়ালু) নহেন, এবং তাঁহার মসীহ্‌কে যেন মানুষ দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলিয়া বিবেচনা না করে।

১৮৯২ হইতে ৩ বৎসর বাদ দিলে ১৮৮৯ হয় এবং ২ বাদ দিলে ১৮৯০ হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ হইতে বয়াত গ্রহণ আরম্ভ করেন এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে মসীহ সদৃশ বলিয়াছেন। (২) তিনি ঠিক ১৩০০ হিজরীতে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "বারাহীনে আহমদীয়া" লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ১৩০২ হিজরীতে উহা প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি ইসলামের সত্যতাকে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করিয়া দুনিয়ার সকল ধর্ম ও মতাবলম্বীকে ইসলামের মোকাবেলায় ১০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণার দ্বারা চ্যালেঞ্জ দেন। আজ একশত বৎসর হইতে চলিয়াছে, তাঁহার ও তাঁহার জামাতের বহু মুখালেফাত হইয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ কেহ তাঁহার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সাড়া দিতেও সাহস করে নাই। (৩) তাঁহার "গোলাম আহমদ কাদিয়ানী" নামের আবজাদের মূল্যায়নে ১৩০০ হয়। সুতরাং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের সময় সঠিক হইয়া গেল। এই সময়ে দ্বিতীয় কোন দাবীদারের উদ্ভব হয় নাই এবং তাঁহার আরব্ধ কাজও কেহ করিতে পারে নাই। প্রতিশ্রুতি সমূহ এবং উহাদের পূর্ণতা আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাসে সুরা ফজরের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাত ও দশ রাত্রির ঘটনা-সম্মত ব্যাখ্যা করিলাম। অতঃপর এ যুগে আমরা والشفع والوتر অর্থাৎ "দুই ও একের" তাৎপর্য পর্যালোচনা করিব।"

পুনঃ এক ও দুইয়ের তত্ত্ব ঃ

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনে ইহার প্রকাশ সওরের গুহায় প্রকাশিত হয়, যখন তাঁহার ও ইসলামের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। সওরের গুহায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত এক ও অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান ও রক্ষাকারী খোদা ছিলেন। তিনি দুশমনগণের মোকাবেলায় তাঁহাদেরকে সরল ও সহজ অথচ অচিন্তনীয় ভাবে উদ্ধার করিয়া লয়েন। তের শতাব্দীর শেষভাগে সারা দুনিয়া জুড়িয়া মুসলমানগণ ইসলামের আমলকে ছাড়িয়া রুহানীভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ) কে সহায়হীন ও একা করিয়া দিয়াছিল। ঠিক এমনি সময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ), তাঁহার অকৃত্রিম খাদেম হিসাবে রুহানীভাবে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবারও তাঁহাদের দুইজনের উপর সেই এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান ও রক্ষাকারী খোদা তাঁহার ছায়া বিস্তার করিয়া দিলেন। তবে এই বারের গুহা সওরে না হইয়া রূহানী ভাবে হিন্দুস্থানে হইয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপর ইলহাম হইয়াছিল :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزیں ہوئے قلعہ ہند میں

অর্থাৎ, "রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে অসাল্লাম আশ্রয় গ্রহণ করিলেন হিন্দুস্থানের

কেল্লায়।" এতদ্বারা ইহাই বলা হইয়াছে যে, বর্তমান যুগে ইসলামের একান্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর রুহ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সহিত হিন্দুস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, যেভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে সওর গুহায় হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্য কেল্লা-স্বরূপ হইয়াছিল, তেমনি বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয় হিন্দুস্থানকেও রূহানীভাবে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জন্য কেল্লা-স্বরূপ করিবেন। বস্তুতঃ ইসলাম বক্ষিতে পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে একমাত্র এই উপমহাদেশেই রহিয়াছে এবং এখান হইতেই ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের তবলিগী ও রুহানী প্রোগ্রাম জামাতে আহ্‌মদীয়ার মাধ্যমে পরিচালিত ও সাফল্য মণ্ডিত হইতেছে।

ইহা ছাড়া হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) দেখিতে দুই জন মনে হইলেও হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) ফানাফির রসুল হওয়ায় রুহানীভাবে দুইজন বস্তুতঃ এক। উভয়েরই খোদা এক, কলেমা এক, পুস্তক ও শরীয়ত এক এবং উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। প্রভেদ এই যে একজন প্রভু ও অপরজন পরম আত্মবিলীন খাদেম। হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন,

وہ ہے میں چیز کیا ہوں - بس فیصلہ یہی ہے -

"তিনি বিরাজমান। আমি কিছুই না। বাস, মীমাংসা ইহাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন,

من فرق بینی و بین المصطفٰی فما عرفنی و ما رای

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি বলে যে আমি মোহাম্মদ (সাঃ) হইতে পৃথক সে আমাকে চিনে নাই, বরং সে পথ হারাইয়াছে।" এ বিষয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) নিম্নরূপ এক স্বপ্ন দেখেন।

"তৎকালীন মাদ্রাসা আহমদীয়া ও বুক ডিপোর মাঝখানে একটি ছোট খোলা ময়দান ছিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম ঐ ময়দানে একটি চেয়ার পাতা ছিল। একজন বলিল, হযরত রসুল করীম (সাঃ) আসিতেছেন। অমনি দেখি একদিক হইতে তিনি আসিতেছেন। অপরদিকে তাকাইয়া দেখি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আসিতেছেন এবং উভয়ের লক্ষ্যস্থল চেয়ার। তখন আমি ঘাবরাইয়া গেলাম যে মস্ত ভুল হইয়াছে। হবরত মোহাম্মদ (সাঃ) আসিতেছেন এবং হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-ও আসিতেছেন। কিন্তু একটি মাত্র চেয়ার পাতা হইয়াছে। সাঙ্ঘাতিক ভুল এবং অপমানের কাজ হইয়াছে। তখন ভয়ে আমার এমন আড়ষ্ট অবস্থা যে উঠিয়া গিয়া চেয়ার আনিবার শক্তি পাইতেছি না এবং অন্য কেহও চেয়ার আনিবার জন্য যাইতেছে না। ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল এবং তাঁহারা চেয়ারের যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, আমার ভয়ও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিতে দেখিতে উভয়ে চেয়ারের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। তখন মনে করিলাম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) পিছনে হঁটিয়া যাইবেন। কিন্তু না। দেখিলাম তিনি পিছনে হটেন না এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-ও আগে বাড়িতেছেন। তখন আমার মনে হইল এবার আমার হৃদয়ে

স্পন্দন থামিয়া যাইবে। কিন্তু নিমিষে দেখিলাম তাঁহারা উভয়ে তাঁহাদের শরীরকে অল্প কাৎ করিয়া চেয়ারে বসিবার চেষ্টা করিতেছেন। অতঃপর তাহাদের দেহ পরস্পরের সহিত মিলিয়া এক হইতে লাগিল এবং যখন তাঁহারা চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন তখন দেখা গেল সেখানে দুই জন নাই বরং একজন বসিয়া আছেন।" والشفع والوتر

"দুই এবং এক" আয়াতটি উপরোক্ত তত্বটি প্রাকাশ করিতেছে যে যদিও তাঁহারা দেখিতে সংখ্যায় দুই, কিন্তু রুহানী স্বত্বায় এক ও অভিন্ন। হাদিসে বর্ণিত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) মৃত্যুর পর হযরত রসুল (সাঃ -এর সহিত একই কবরে সমাহিত হওয়ার তাৎপর্যও ইহাই যে তাঁহাদের পরিণাম রুহানী ভাবে অভিন্ন। উক্ত স্বপ্ন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব ও জীবন প্রকাশ, এবং হাদিস তাঁহার পরিণামকে নিদের্শ করিতেছে। আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে আর একটি তত্ব নিহিত আছে। এই আয়াতে ইহাও লক্ষ্য করা হইয়াছে যে বর্তমান যুগে লোকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে পৃথক মনে করিয়া তাহারা দুই মহাপুরুষের আগমনের প্রতীক্ষা করিবে। এই আয়াতে তাই বলা হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মাহদী ও ঈসা দুইজন নহেন বরং একজন। ইবনে মাজার হাদীসে আছে لا المهدي الا عيسى ابن مريم—"মাহ্‌দী অপর কেহই নহেন বরং ঈসা ইবনে মরিয়াম।" এতদ্বারা ইহা বুঝান হইয়াছে যে একই ব্যক্তি দুই নাম ধরিয়া আসিবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হকীকাতুল ওহী ৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হযরত নে'মতুল্লাহ্ ওলী তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

مهدئ وقت و عیسئ دوران هر دو را شهسوار می بینم

"যুগ-মাহদী ও কালের ঈসাকে এক অশ্বোপরি যুগল আরুঢ় দেখিতেছি।'

বিলীয়মান রাত্রির অবসান—চারটি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

আমাদের আলোচনার মধ্যে এখন রহিয়া গিয়াছে والليل اذا يسر আয়াতের বর্তমান যামানায় প্রকাশ। দুই এবং এককের ঘটনার পর আরও এক রাত্রির উল্লেখ হইয়াছে, যাহা চলিয়া যাইবে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উপরের আলোচনা অনুযায়ী পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইলেও আর এক রাত্রি অর্থাৎ এক শতাব্দী যাবৎ বিপদাবলীর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর উজ্জ্বল দিবস আসিবে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিপদের এই একশত বৎসর গণনা করা যাইতে পারে। ১৩০১ হিজরী সন অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরকে যদি আমরা ফজর ধরি, তাহা হইলে ১৪০১ হিজরী সনে অর্থাৎ ১৯৮১ খ্রীঃ অব্দে ১০০ শত বৎসরের অন্ধকার রাত্রির অবসান হয়। কিন্তু একশত হিজরী বর্ষে সূর্যের হিসাবে ৩ বৎসরে কম হয়। সুতরাং এই হিসাব ধরিলে ১৯৭৮ খ্রীঃ অব্দে ১০০ বৎসর শেষ হয়। ১২৭১ হিজরী হইতে যদি আমরা ফজর গণনা করি, তাহা হইলে ১৩৭১ হিজরী অর্থাৎ ১৯৫২ খ্রীঃ অব্দে ১০০ বৎসর পূরা হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর বেয়াত গ্রহণের বৎসর ১৮৮৯ হইতে যদি আমরা ফজর গণনা করি, তাহা হইলে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০০ বৎসর পূরা হয়। সুতরাং আহ্‌মদীয়াতের তথা ইসলামের শেষ বিপদাবলীর ১০০ বৎসরের রাত্রির অবসানের আমরা ৪টি সন-তারিখ পাইলাম। যথা—১৯৫২, ১৯৭৮, ১৯৮১ এবং ১৯৮৯ খ্রীঃ অঃ। এই চারটি সনে অথবা ইহাদের নিকটবর্তী সময়ে আগে-পাছে আল্লাহ্‌তায়ালা বিভিন্ন রঙে আহ্‌মদীয়তের শক্তি ও উন্নতি প্রকাশ করিবেন। আমরা ১৯৫২ সনে মওদুদী ও অন্যান্য কয়েকটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল দ্বারা সৃষ্ট পাঞ্জাবে বিরাট আহ্‌মদী বিরোধী আন্দোলন দেখিয়াছি। এই বিপদ জামাতের ক্ষতি না করিয়া জামাতের পরিচয়কে ও কার্যক্রমকে প্রসারিত এবং জামাতকে শক্তিশালী করিয়া দিয়া যায়। প্রত্যেক বিপদ এ জামাতের অগ্রগতিকে ব্যাহত বা দুর্বল না করিয়া সতেজ ও শক্তিশালী করিয়া যাইতে থাকিবে।

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

অর্থাৎ "ইসলাম প্রত্যেক কারবালার পর যিন্দা হইয়া উঠে।" ভবিষ্যৎ সনগুলিতে বা আগে-পিছে নিকটবর্তী সময়ে ইহার উজ্জ্বলতর নিদর্শন প্রকাশিত হইতে থাকিবে এবং ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে আহ্‌মদীয়তের বিজয়ের শতাব্দী আরম্ভ হইবে। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া আছে। ইহাকে কেহ ঠেকাইতে পারিবে না।

এককালে পূর্ণ বিজয় না আসিয়া বিজয় ও আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যের নিদর্শন পর্যায়ে পর্যায়ে আসলে মোমেনগণের ঈমান উত্তরোত্তর পরিপক্ক ও মজবুত হইতে থাকে। যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ) হিজরতের জন্য গৃহ হইতে নিরাপদে বাহির হইয়া আসায় মুসলমানগণের জন্য প্রথম আনন্দ উপলক্ষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। যখন সওর গুহায় দুশমনগণের হস্ত হইতে তিনি বাঁচিয়া গেলেন, তখন মুসলমানগণের জন্য দ্বিতীয় আনন্দের উপলক্ষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। যখন হিজরত করিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ) মদীনায় পৌঁছিলেন, তখন মুসলমানগণের তৃতীয় আনন্দ লাভ হইল। অতঃপর বদরের যুদ্ধে যখন কাফেরগণের পূর্ণ পরাজয় ঘটিল, তখন মুসলমানগণ চতুর্থ আনন্দ লাভ করিলেন। এমন হইতে পারে যে বর্তমান যামানায় অন্ধকার শতাব্দী অবসানের যে চারটি মেয়াদ বাহির করা হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটিতে আহ্‌মদীয়াতের তথা ইসলামের জন্য কোন না কোন রঙে ফজরের প্রকাশ হইবে এবং মুসলমানগণের ঈমান বর্ধিত ও মজবুত হইতে থাকিবে। এই রাত্রির সম্বন্ধেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

دن چڑھا ہے دشمنانِ دین کا ہم پر رات ہے
اے مرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار

"ধর্মের দুশমনদের এখন দিন এবং আমাদের উপরে রাত্রি। হে আমার সূর্য! উদিত হও, আমি বড়ই উদ্বিগ্ন।"

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব

৪৫১। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তাঁহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে বসা ছিলেন। এমন সময়, সুরা জুময়া নাযিল হইল। যখন তিনি (সাঃ) ইহার আয়ত "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" [অর্থাৎ 'অন্যান্য পরবর্তী ব্যক্তিগণকেও রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহাদের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া কুরআন শিক্ষা দিবেন যাঁহারা মর্যাদায় সাহাবাতুল্য কিন্তু এখনো সাহাবাদের সঙ্গে মিলিত হন নাই']—পাঠ করিলেন, তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন : 'ইয়া রসুলুল্লাহ, ঐ ব্যক্তিগণ কে?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাকে এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। ঐ ব্যক্তি তিন বার প্রশ্নটি পুনঃ পুনঃ করিল। বর্ণনাকারী বলেন : হযরত সালমান ফারসী আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার হাত সালমান (রাযিঃ)-এর কাঁধের উপর রাখিলেন এবং ফরমাইলেন : "যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রেও যায়, তবু ইঁহাদের কোন কোন পুরুষ * উহা ফিরাইয়া আনিবেন।" ['বুখারী ; কিতাবুৎ তাফসীর ; 'সুরা জুময়া ; ২:৭২৭ এবং 'মুসলিম ; ২:১৭০ পৃঃ]

৪৫২। হযরত নাফেয় রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম লোকের সম্মুখে মসীহুদ-দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করিলেন। ফরমাইলেন : "আল্লাহতায়ালা এক চক্ষু বিশিষ্ট

---

* এক রিওয়াইতে 'রাজুলুন' (এক ব্যক্তি) শব্দও আছে। এই হাদিস হইতে জানা যায় যে, আখেরী জামানায় যে পথ-প্রদর্শকের অনুবর্তীগণ সাহাবাগণ (রাযিঃ)-এর পর্যায়ে পৌঁছিবে, তিনি পারস্য বংশীয় হইবেন। তিনিই মাহদী হইবেন এবং ঈসা সদৃশ মসীহ। ৪৯৬ হাদিসও দেখুন।

[বস্তুতঃ হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় ১৩০৬ সনে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) পারশ্য বংশীয় এবং তাঁহার দাদীগণের মধ্যে অনেকে ফাতেমী সৈয়দ বংশীয়া ছিলেন। সুতরাং উভয় বংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়ায় হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহাতে পূর্ণ হইল।—সম্পাদক]

নহেন। কিন্তু মসীহুদ-দাজ্জাল অন্ধ হইবে। তাহার ডান চোখ অন্ধ এবং ফোলা আঙ্গুরের দানার ন্যায় দেখাইবে। এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি সম্মানিত কা'বার পার্শ্বে আছি। কি দেখিলাম? * গোধূম বর্ণের এবং মনোহর এক পুরুষের মাথার চুল তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিতেছে। চুলগুলি সোজা, পরিষ্কার, তাহা হইতে ফোটা ফোটা পানি টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছিল, অথচ পানি ব্যবহার করেন নাই। তিনি তাঁহার উভয় হস্ত দুই ব্যক্তির স্কন্ধে রাখিয়া বাইতুল্লাহ্‌র 'তাওয়াফ' (প্রদক্ষিণ) করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: "ইনি কে?" লোকে বলিল: "ঈসা ইবনে মরিয়ম।" (অর্থাৎ, মসীহ মওউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ)। অতঃপর, আমি তাঁহার পিছনে অন্য এক ব্যক্তিকে দেখিলাম। বক্র চুল, শক্ত চামড়া, ডান চোখ অন্ধ। ইবনে কুৎনের ন্যায় অবয়ব এবং এক ব্যক্তির স্কন্ধে হাত রাখিয়া কা'বার পার্শ্বে ঘুরিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: 'এ কে?' লোকে বলিল, 'মসীহুদ-দাজ্জাল'। ইহাতে বুঝা যায় যে, মসীহ মওউদ (আঃ) বাইতুল্লাহ্‌র হিফাজত ও উহার শান বুলন্দ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দাজ্জাল কা'বাকে নষ্ট করিবার পিছনে লাগিয়া থাকিবে।

['বুখারী; কিতাবুল আম্বিয়া; 'বাবু ওয়াযকুরু ফিল-কিতাবে মারইয়ামা ইযিনতাবাযাৎ মিন আহলেহা: ২:৪৮৯ পৃঃ]

৪৫৩। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: 'আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, তথা নবীগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বৈমাতৃয় ভাই সদৃশ। তাঁহাদের পিতা এক, মাতা পৃথক। লোকের মধ্যে ঈসা ইবনে মরিয়মের সহিত আমার সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্ক। কারণ, আমার এবং তাঁহার মধ্য ভাগে কোন নবী নাই। এই আধ্যাত্মিক রুহানী নিকট-সম্পর্কের ফলে তিনি আমার 'মসীল', আমার সদৃশ ও অনুরূপ হইয়া জরুর অবতীর্ণ হইবেন। (*) যখন তোমরা দেখ, তখন এই

---

* হাদিস নং ৪৫২, ৪৫৩ ও ৪৮৯ ও দেখুন। এই সব হাদিস গুলির উপর একত্রে নজর করিলে প্রতিপন্ন হয় যে বনি-ইস্রায়ীলের নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহেস সালাম এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মসীহ মওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ আলাইহেস সালাম)-এর অবয়ব ও হুলিয়দ্বয়ে পার্থক্য আছে। এজন্য উভয়ের সত্তা ও ব্যক্তিতেও প্রভেদ থাকা সুনিশ্চিত। কেননা, একই ব্যক্তির দুই হুলিয়া হইতে পারে না।

(*) শেখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী শেখ আকবরের (রহঃ) মতে ইহার অর্থ এই যে হযরত ঈসা (আঃ) আখেরী জামানায় "বেবাদানিন আখার"—অন্য দেহের সংযোগে অর্থাৎ ভিন্ন ব্যক্তি রূপে আগমন করিবেন।" ['হাশিয়া: তফসীরে আরাইসুল বয়ান ১:২৬২ পৃঃ]

আকৃতি দ্বারা তাঁহাকে সিনাক্ত করিবে। তিনি লাল ও সাদা (গোধুম) বর্ণের মধ্যমাকৃতির পুরুষ। সোজা তাঁহার চুল। আমি দিব্য-দর্শন বা কাশফী দৃশ্যে দেখিয়াছি যে, তাঁহার মাথা হইতে পানি ব্যবহার ব্যতিরেকে জল-বিন্দু পড়িতেছে। তিনি প্রেরিত হইয়া ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন (অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত ক্রুশীয়-ধর্ম বিশ্বাসের অপনোদন করিবেন এবং তাঁহার দ্বারা ক্রুশের প্রাধান্য লয় পাইবে)। শূকর বধ করিবেন। (অর্থাৎ তিনি দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর দ্বারা রূহানীভাবে ধ্বংসের কারণ হইবেন)। এবং তিনি 'জিযিয়া' উঠাইয়া দিবেন। (অর্থাৎ তাঁহার যুগ ধর্মীয় যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান-যুগ।) তাঁহার সময়ে ইসলাম ব্যতীত আল্লাহ্‌তায়ালা অন্য ধর্মগুলিকে (রূহানী হিসাবেও এবং জাহেরী শান-শওকতের দিক হইতেও) বিলুপ্ত করিবেন। তাঁহার সময়ে মিথ্যাবাদী মসীহুদ-দাজ্জালকে ধ্বংস করা হইবে এবং উহা এমন শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ হইবে যে, উষ্ট্র ব্যাঘ্রের সঙ্গে, চিতা গাভীর সঙ্গে এবং ভল্লুক ছাগ-ছাগীর সঙ্গে একত্রে বিচরণ করিবে। শিশু ও বয়স্ক বালকেরা সর্পের সংগে খেলা করিবে। একে অন্যেকে ভয় করিবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ অনুযায়ী মসীহ মওউদ (আঃ) পৃথিবীতে বাস করিবেন। অতঃপর, ওফাত পাইবেন। মুসলমান তাঁহার জানাযা পড়িবেন এবং দাফন করিবেন।"

['আবু দাউদ; কিতাবুল মলাহিম; বাবু খুরুজুদ দাজ্জাল; ৫৯৪ পৃঃ, 'মুসনদে ইমাম আহমদ হাম্বল, ২:৪৩৭ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

[হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

বনি ইস্রায়েলের নবী হযরত ঈসা (আঃ) আসিতে পারেন না। তিনি কুরআন, হাদিস এবং সর্ব প্রকার যুক্তিমূলে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত। যে মারা যায় সে পুনরায় জগতে সশরীরে আসে না। সুতরাং ঈসা ইবনে মরিয়মের অবতরণ বলিতে তাঁহার সদৃস মহাপুরুষের এই উম্মতের মধ্য হইতে আগমনকেই বুঝায়। পূর্ব হইতে উম্মতের বহু বুজুর্গান উক্ত অর্থেই এই উম্মতে মসীহ মওউদের আগমনে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। যেমন লিখিত আছে:

وقالت فرقة السواد من نزول عيسى خروج رجل يشبه عيسى
في الفضل والشرف كما يقال للرجل الخير الملك وللشرير شيطان
تشبيها بهما ولا يراد الاعيان

(خريدة العجائب ص ٢١٤ مصنفة امام سراج الدين ابن الوردى)

অর্থাৎ, এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, ঈসা (আঃ)-এর 'নজুল' দ্বারা এরূপ এক ব্যক্তির আগমন বুঝায় যিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর গুণ ও গরিমায় তাঁহার অনুরূপ হইবেন। যেমন ভাল মানুষকে 'ফেরেশ্‌তা' এবং দুরাচার লোককে 'শয়তান' বলা হয় সাদৃশ্যের কারণে; মূল-সত্বা অর্থে নয়। ['খারিদাতুল আজায়েব; ২১৪ পৃঃ, ইমাম সিরাজ উদ্দীন ইবনুল ওয়ারাদী প্রণীত]

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

হিঃ চতুর্দশ শতাব্দী ও শেষ হাজারের মাথায় খোদাতায়ালা পুনরায় তাঁহার অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়াছেন এবং দ্বীন-ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই সেই যামানা যাহার ওয়াদা দান করা হইয়াছিল এবং সকলেই ইহার জন্য অপেক্ষমান ছিলেন—সেই ওয়াদা অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আসিয়াছেন, এবং আমিই সেই ব্যক্তি।

"খোদাতায়ালা চাহিয়াছেন, ইসলামের উদ্যান যেন চিরসজীব থাকে। সেইজন্য তিনি প্রতি শতাব্দী অন্তে এই উদ্যানকে সিঞ্চিত করিয়াছেন এবং ইহাকে শুষ্ক হইতে দেন নাই। সদা উহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আর প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় যখনই কোন 'খোদার বান্দা' সংস্কারের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখনই অজ্ঞ ও জাহেল লোকেরা তাঁহার মোকাবিলা করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাসের অন্তর্গত কোন ত্রুটির সংশোধন হউক —ইহা তাহাদের নিকট ভীষণ অসহণীয় বলিয়াই বোধ হইয়াছে। কিন্তু খোদাতায়ালা তাঁহার 'সুন্নত (প্রবর্তিত নিয়ম) পরিত্যাগ করেন নাই; এমন কি, এই আখেরী জামানায় যাহা হেদায়েত ও জালালত, সৎপথ ও বিপথগামিতার মধ্যে চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য নির্ধারিত, খোদাতায়ালা সেই হিঃ চতুর্দশ শতাব্দী এবং শেষ হাজারের মাথায় মুসলমানদিগকে গাফিলতির ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত পাইয়া পুনরায় তাঁহার অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার (প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর মাধ্যমে) দ্বীন-ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর হইতে (ইসলাম ব্যতীত) অপরাপর ধর্ম এইরূপ সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন (সংক্রান্ত ঐশী-ব্যবস্থা) হইতে বঞ্চিত।" (লেকচার শিয়ালকোট)।

"মুসলমানগণ নিজেদের আকীদা মোতাবেক এবং খ্রীষ্টানরা তাহাদের বিশ্বাস ও ধারনা অনুযায়ী যে যুগের প্রতীক্ষায় ছিল, ইহা সেই যুগ। ইহা সেই সময়, যাহার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল বর্তমান যুগে আগমনকারী আসিয়া গিয়াছেন, কেহ গ্রহণ করুক, বা না করুক। খোদাতায়ালা তাঁহার প্রেরিতগণের সমর্থনে জবরদস্ত নিদর্শনাবলী প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং মানুষকে স্বীয় অন্তরে (তাঁহাদের সত্যতা) স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়া দেন। প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমনের জন্য যাহা কিছু নির্ধারিত ছিল তাহা সবকিছুই সংঘটিত হইয়াছে। এখন কেহ মানুক, কিম্বা না মানুক, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আসিয়া গিয়াছেন, এবং সে ব্যক্তি আমিই। (মলফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮)

ইসলামের হেফাজত ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালা স্বহস্তে এই সেলসেলা (ঐশী-সংগঠন) কায়েম করিয়াছেন।

ঐশী-সাহায্যের আগমনকাল সমুপস্থিত এবং ইসলামের ইজ্জত ও জালাল, সম্মান ও প্রতাপের দিন সমাগত।

"যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি আসিয়া কি করিয়াছেন? তবে এসম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে চাই না; জগৎ নিজেই জানিতে পারিবে, আমি কি করিয়াছি। হ্যাঁ, এইটুকু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, মানুষ আমার নিকট আসিয়া গোনাহ্ হইতে তৌবা করে, তাহাদের মধ্যে বিনয় ও অমায়িকতার সৃষ্টি হয় এবং হীন স্বভাব-চরিত্রের অবসান ঘটিয়া উচ্চাঙ্গীন চারিত্রিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে। তাহারা সবুজ-পল্লবের ন্যায় ক্রমবর্ধমান হয় এবং নিজেদের উত্তম চরিত্র ও স্বভাবে উন্নতি করিতে থাকে। মানুষ মুহূর্তের মধ্যে উচ্চ মার্গে পৌঁছায় না, বরং জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, প্রতিটি বস্তু পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। এই নিয়মের আওতার বাহিরে কোন কিছুই হইতে পারে না। নিশ্চিত, আমরা এই আশা রাখি যে পরিণামে সত্য বিস্তার লাভ করিবে এবং পবিত্র পরিবর্তন ঘটিবে। ইহা আমার কাজ নয়, বরং খোদাতায়ালার কাজ। তিনিই ইচ্ছা করিয়াছেন, পবিত্রতা বিস্তার লাভ করুক। দুনিয়ার অবস্থায় বিকার ঘটিয়াছে এবং উহাতে এক পোকা ধরিয়াছে। শুধু খোলস অবশিষ্ট আছে,—শাঁস আর লেশমাত্র নাই। কিন্তু খোদাতায়ালা চাহিয়াছেন, মানুষ যেন পবিত্র হয় এবং তাহাদের মধ্যে কোন কালিমা না থাকে। সেইজন্য তিনি শুধু নিজ অনুগ্রহে এই সেলসেলা (এলাহী জামাত) কায়েম করিয়াছেন। (মলফুজাত, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৭৮, ২৭৯)

"খোদাতায়ালা নিজে ইসলামের রক্ষক ও সহায়ক। তিনি এখন ইসলামের পবিত্র ও উজ্জ্বল চেহারা দেখাইতে চান। সুতরাং তিনি যে সেলসেলা (ঐশী-সংগঠন ও জামাত) কায়েম করিয়াছেন, ইহার দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্গীয় সাহায্যের আগমনকাল সমুপস্থিত এবং ইসলামের ইজ্জত ও জালাল, সম্মান ও প্রতাপের দিন সমাগত। কেননা, খোদাতায়ালার যে স্বর্গীয় সাহায্যাবলীর ধারা আমার সহজাত রহিয়াছে, সেই সৌভাগ্য আজ অন্য কোন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিদ্যমান নাই, এবং আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, এরূপ ধর্মাবলম্বী আছেন কি, যিনি ইসলাম ব্যতীত স্ব-ধর্মের সত্যতার সপক্ষে ঐশী সাহায্য ও অলৌকিক নিদর্শন পেশ করিতে পারেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালা এই সেলসেলা (আহমদীয়া জামাত) সেই হেফাজত বা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ওয়াদা অনুযায়ী কায়েম করিয়াছেন যে হেফাজত বা সংরক্ষণের ওয়াদা তিনি انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

(অর্থাৎ, "নিশ্চয় আমরাই এই মহান কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই ইহাকে সংরক্ষণ করিব")—আয়াতে প্রদান করিয়াছেন।" (মলফুজাত, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩১০, ৩১১)

যে যুগের আগ্রহ পোষণ করিতে করিতে তোমাদের পিতৃপুরুষ ও অগণিত ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছেন সেই যুগ তোমরা লাভ করিয়াছ। আমি সেই ব্যক্তি, যাহাকে যথাসময়ে জগৎ সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

"ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বরং হাজার 'শুক্‌র' বা খোদাতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থল এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করিবার সুযোগ যে খোদাতায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং স্বীয় রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে এক মিনিটও বিলম্ব ঘটিতে দেন নাই। কেবল যে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা নহে, বরং তিনি সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ব্যাপারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হইয়া থাক, তবে শুক্‌র কর এবং কৃতজ্ঞতাভরে সেজদা কর যে, যে যুগের প্রতীক্ষা করিতে করিতে তোমাদের মাননীয় পিতৃপুরুষগণ পরলোক গমন করিয়াছেন এবং অগণিত ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করিয়াছ। এখন ইহার যথোচিত সমাদর করা বা না করা এবং ইহা হইতে উপকার গ্রহণ করা বা না করা, তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। একথা আমি পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিব এবং ইহার ঘোষণা হইতে আমি কখনো বিরত হইতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাহাকে যথাসময়ে জগৎ-সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন ধর্মকে পুনরায় নূতন করিয়া মানব-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে।"

(ফতেহ্ ইসলাম পৃঃ ৯১ : ১৮৮৯ইং মোতাবেক ১৩০৬হিঃ)

এই মর্যাদা আমি এক নবীর (সাঃ) পায়রবীর দ্বারাই লাভ করিয়াছি এবং তিনি হইলেন আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা (প্রভু ও নেতা) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

"এই সকল কল্যাণ ও মর্যাদা আমি এক মহা মহিমান্বিত নবী সাঃ)-এর পায়রবীর দ্বারা লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারা, যাঁহার অনন্য মর্যাদা ও মরতবা সম্বন্ধে দুনিয়া খবর রাখে না। কল্পনাতীত জুলুম এই যে, জাহেল ও অজ্ঞ লোকেরা বলে যে, ঈসা (আঃ) আকাশে জীবিত আছেন। অথচ জীবিত থাকার লক্ষণাবলী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তায় আমি বিদ্যমান পাইতেছি। যে খোদাকে জগত জানে না, আমরা সেই খোদাকে এই নবী (সাঃ)-এর দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; যে ঐশীবাণী ('ওহি এলাহী')-এর দ্বার অন্যান্য জাতির উপরে রুদ্ধ, উহা আমাদের উপর একমাত্র এই মহিমান্বিত নবী (সাঃ)-এর বরকত ও কল্যাণে খোলা হইয়াছে, এবং যে সকল মো'জেযা (অলৌকিক ক্রিয়া) অপরাপর জাতিবর্গ শুধু কিস্‌সা-কাহিনী (পুরাতন গল্প) হিসাবে বর্ণনা করিয়া থাকে, আমরা এই নবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে সেই সকল মো'জেযাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা এই নবীকে সেই শীর্ষ-মর্যাদায় পাইয়াছি যে মর্যাদার পরে আর কোন মর্যাদা নাই। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয়, মানুষ এ সম্বন্ধে অজ্ঞ।" (চাশমায়ে মসিহী, পৃঃ ২৭, ২৮)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

ফ্র্যাঙ্কফোর্টে (পঃ জার্মানী) অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

ঐতিহাসিক বক্তব্য সমূহ

"মানবজাতি বর্তমানকালে নিজেদের ভ্রান্তপথে চলার কারণে অতিশয় নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে।"

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা অপনোদনের জন্য ইসলামের চিরকল্যাণময় অতুলনীয় শিক্ষা মানিয়া চলা জরুরী।"

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, আগামী একশত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র মানবজাতির হৃদয় জয় করিতে সফলকাম হইব। আমরা মন জয় করিতে চাই; রাষ্ট্র বা রাজত্ব লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

[হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে সাধারণভাবে সারা জগৎ যখন অসংখ্য জটিলতম সমস্যায় জর্জরিত, দোদুল্যমান বিশ্ব যুদ্ধের আতংকে সন্ত্রস্ত, এবং বিশেষভাবে মুসলিম জাহান যখন আত্মকলহ ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ-বিগ্রহে ক্ষতবিক্ষত ও হতাশাগ্রস্ত, তখনই বিগত চার মাস ব্যাপী হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বিশ্ববাসীকে পবিত্র কুরআনের আশার আলো এবং ইসলামের জীবন্ত বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও কানাডা এবং আমেরিকা সফর করেন। তিনি ২৬শে অক্টোবর ১৯৮০ তারিখে আল্লাহ্ তায়ালার ফজলে মঙ্গলমত রাবওয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইহা ছিল হুজুরের সপ্তম বিশ্ব সফর। এবারের সফরের প্রথম দিকে তিনি ওস্লোতে (নরওয়ে) একটি মসজিদ উদ্বোধন করেন, উক্ত সফরের মধ্যভাগে আফ্রিকার নাইজেরিয়া এবং ঘানায় বহু মসজিদ, হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও হাসপাতালের উদ্বোধন বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, এবং সফরের শেষভাগে ৯ই অক্টোবর তারিখে স্পেনে কর্ডোভার নিকটবর্তী পেড্রোআবাদ শহরে ইসলামের নবযুগের প্রথম মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার সম্মানে আয়োজিত অসংখ্য সম্বর্ধনা-সভা ও সাধারণ সমাবেশে তিনি সারগর্ভ বক্তৃতা ও খোৎবা প্রদান করেন এবং অসংখ্য মনুষের সহিত ব্যক্তিগত সাক্ষাতে মিলিত হন। তেমনিভাবে তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই উচ্চ পর্যায়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠতার বিশদ ব্যাখ্যা ও বহু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন এবং জগৎবাসীকে ইসলামের কল্যাণময় শিক্ষা গ্রহণ করতঃ প্রেম, ভালবাসা, সম্প্রীতি, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের প্রকৃত পথের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানান। এমনিধারায় প্রথম প্রেস কনফারেন্সটি পঃ জার্মানীর ফ্র্যাঙ্কফোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। দৈনিক আল ফজলে প্রকাশিত উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের তরজমা নিম্নে দেওয়া গেল। উল্লেখ্য যে উক্ত প্রেস কনফারেন্সের বিস্তারিত বিবরণ ঐ দেশের বিভিন্ন পত্রিকাতে হুজুরের ফটো সহ প্রকাশিত হয়।] —মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)।

ফ্র্যাঙ্কফোর্টে জামাতে আহমদীয়ার প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর শুভাগমনে স্থানীয় জামাতের উদ্যোগে ৭ই জুলাই ১৯৮০ সকাল ১১টায় পশ্চিম জার্মানীর উচ্চ পর্যায়ের অন্যতম হোটেল 'ফ্র্যাঙ্কফোর্টের' সু-প্রশস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষে একটি জনাকীর্ণ,

সাফল্যপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে পঃ জার্মানীর জাতীয় পত্রিকা সমূহ ও সাংবাদসংস্থা সমূহের প্রায় এক ডজন সাংবাদিক প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফার যোগদান করেন।

বেলা ১১টায় হোটেল ফ্রাঙ্কফোর্টের নির্দিষ্ট কক্ষে সাংবাদিকদের সকলে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলে হুজুর (আইঃ) তাহাদের মধ্যে আগমন পূর্বক সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। পারস্পরিক পরিচিতির পর প্রেস কনফারেন্সের কার্যক্রম আরম্ভ হইলে হুজুর কোন বিবৃতি প্রদানের পরিবর্তে সংবাদিকদিগকে প্রশ্ন করার জন্য আহ্বান জানান।

সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্য ঃ

একজন সাংবাদিক প্রথম এই প্রশ্ন করেন—'আপনার সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্য কি?' উহার উত্তরে হুজুর বলেন: আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য হইল মানুষের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাহাদের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়া। এখন আপনাদের সহিত আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যও ইহাই, আমি যেন আমার আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-ধারা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি এবং আপনাদের সম্বন্ধেও আমি অবহিত হইতে পারি। এইরূপে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের দ্বারা আমরা একে অন্যকে বুঝিতে সক্ষম হইব।

এই প্রসঙ্গে হুজুর আরো বলেন, ১৯৩৫ সনে আমি জার্মানীতে প্রথমবার আসিয়াছিলাম। তুলনামূলক দৃষ্টিতে স্পষ্টতঃ দেখা যায়, সেই সময়কার জার্মানীর তুলনায় আজিকার জার্মানীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৩৫ সনের কয়েক বছর পরই আপনাদিগকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপদ ভোগ করিতে হয়। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধজনিত কুফল আজও পরিদৃষ্ট হইতেছে। কেননা উহার ফলে যে সব আঘাত লাগিয়াছিল সেগুলি এখনও মিশে নাই, এবং সেগুলির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আজও সারা বিশ্বে বিস্তারিত হইয়া চলিয়াছে।

ইহার উপর আলোকপাত করিয়া হুজুর আরও বলেন, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তরকালীন অবস্থা ও ঘটনাবলী এবং উহাদের ফলাফল সমীক্ষণে এই সত্যটি প্রকটরূপে উদ্ভাসিত না হইয়া পারে না যে, বর্তমানকালে আমরা সমগ্র মানবজাতি হিসাবে এক অতিশয় নাজুক সময় ও অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছি। আমরা মানুষ হিসাবে অনেক ভুল করিয়াছি এবং আমাদের গৃহীত ভ্রান্ত পদ্ধতির কারণে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নসাৎ করার পরিবর্তে উহাকে আরও প্রকট ও নিকটতর করিয়া আনিয়াছি। উহার প্রতিরোধ বিধানের জন্য আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার মতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোধ করার পন্থা কী? উহার উত্তরে হুজুর বলেন, ইহার দুইটি পন্থা রহিয়াছে—একটি তো সেই পন্থা, যাহা বৃহৎ শক্তিবর্গ অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহা হইল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে এড়াইবার বা বিলম্বিত করিবার প্রক্রিয়া। তাঁহারা প্রতিরোধের পরিবর্তে বিপদ এড়াইবার চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। অর্থাৎ তাহারা অধিক হইতে অধিকতর ধ্বংসাত্মক অস্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া তাহাদের ধ্বংসাত্মকতাকে দৈনন্দিন বাড়াইয়া তুলিতেছেন এবং উহার ফলে

ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিমণ্ডলকে বিস্তৃত করিয়া চলিয়াছেন। তাহারা মনে করেন, এই প্রক্রিয়ায় যুদ্ধের আশঙ্কা দোদুল্যমান থাকিবে এবং একে অন্যের শক্তির প্রতি ভীতির কারণে কার্যতঃ যুদ্ধ শুরু করিবার কাহারও সাহস হইবে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই প্রক্রিয়া আশঙ্কামুক্ত নয়। সেই জন্যই এখন দৈনন্দিন বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে এই চেতনা বৃদ্ধি লাভ করিয়া চলিয়াছে যে, উক্ত পন্থায় পরিচালিত হইয়া যুদ্ধের সম্ভাব্যতাকে রোধ করা যায় না বরং ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত লাভা সহসা কোন একদিন বিস্ফোরিত হইতে পারে।

হুজুর বলেন, উক্ত পরিস্থিতির কবল হইতে পরিত্রাণের দ্বিতীয় পন্থা হইল—আমরা যেন একে অন্যকে বুঝার এবং পারস্পারিক সমঝোতার মনোভাবকে উন্নতিদানের প্রয়াস পাই, একে অন্যকে ভালবাসিতে শিখি, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করি এবং সংকীর্ণ স্বার্থপরতার পরিবর্তে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ও সু-সংস্কারের ইহাই প্রকৃত পথ। এবং আমি এই সকল পথেই পরিস্থিতির কল্যাণকর পরিবর্তন ঘটাইবার লক্ষ্যে আমার সাধ্যমত চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি। এবং এই প্রচেষ্টা প্রসঙ্গেই আমি এখানে আসিয়াছি। আমি বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির নিকট এই পয়গাম পৌছাইতে চাই যে, উক্ত পন্থা অনুসরণের এবং উহাতে সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায় হইল এই যে, তাহারা যেন পবিত্র কুরআন নির্দেশিত নীতিমালা এবং উহার চিরকল্যাণকর অতুলনীয় শিক্ষা নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করেন। আমি তাহাদিগকে এই উপলব্ধি দান করিতে চাই যে, তাহাদের পরিত্রাণ এই শিক্ষাকে গ্রহণ করার এবং সম্পূর্ণ কার্যে রূপায়িত করার উপরই নির্ভরশীল।

একটি আপত্তি ও উহার খণ্ডন ঃ

কুরআনী শিক্ষা ও অনুশাসন মানিয়া চলিলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক হিতৈষণা, সৌহার্দ, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং একে অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন-ভিত্তিক প্রশংসনীয় পরিবেশ ও পরিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—একথার প্রমাণ স্বরূপ হুজুর কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত পেশ করিয়া সেগুলির দ্বারা বিশদ রূপে বুঝাইয়া দেন যে, বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে শান্তি ও নিরাপত্তা, সম্প্রীতি ও ভালবাসা এবং পারস্পরিক হিতৈষণার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সমগ্র মানবজাতির জন্য কুরআনী শিক্ষা অনুসরণ করা জরুরী।

এ পর্যায়ে একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি বলেন, এরূপ উত্তম শিক্ষা খ্রীষ্টধর্মও পেশ করে এবং উহা অনুসরণ করিয়া সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রীতি ও ভালবাসা এবং পারস্পরিক হিতৈষণা-পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। হুজুর উহার উত্তরে বলেন, নিঃসন্দেহ যে, প্রত্যেক ধর্মেই নৈতিক মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, এমনকি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কল্পনা ব্যতীত ধর্ম সম্বন্ধে কল্পনা করাই অসম্ভব। কিন্তু আমি যে কথাটি বলিতে চাই তাহা হইল এই যে, ইসলাম বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি, সৌহার্দ,

সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, মানবীয় ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা এবং মানবীয় অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সংক্রান্ত যে সকল কুরআনী আয়াত আমি পেশ করিয়াছি, যদি সেগুলির এক চতুর্থাংশও আপনি বাইবেল হইতে বাহির করিয়া দেখাইতে পারেন তাহা হইলে আমি আপনার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য থাকিব। উক্ত সাংবাদিক বাইবেল হইতে এরূপ কোন আয়াত বাহির করিয়া দেখাইতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

তারপর হুজুর বাইবেলের কয়েকটি আয়াত পাঠ করিয়া শুনান, যে গুলিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বাইবেলের শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়, এবং ইহাও প্রমাণিত হয় যে বাইবেল মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে প্রভেদ ও পার্থক্য রাখে। বাইবেলের উক্ত আয়াতগুলি সাংবাদিকগণ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং পবিত্র কুরআন ও বাইবেলের মধ্যকার এই তুলনামূলক আলোচনায় বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করেন।

ইসলামে নারী সমাজের সমান অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ ঃ

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এখানে (ইউরোপে) সাধারণভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, ইসলাম নারীদিগকে সমান অধিকার দান করে না—এ সম্বন্ধে আপনি কি বক্তব্য রাখা পছন্দ করেন ?

হুজুর বলিলেন, আপনি দুইটি জিনিসকে পরস্পর মিশ্রিত করিতেছেন। আপনি কতিপয় লোকের কর্মধারাকে ইসলামের বা কুরআন করীমের দিকে আরোপ করিতেছেন। ইহা ঠিক যে কোন কোন যুগে কোন কোন শ্রেণী বিশেষ কুরআনী শিক্ষাকে কার্যতঃ পরিহার করিয়া মহিলাদিগকে সমান অধিকার দেয় নাই। কিন্তু উহার অর্থ এই নয় যে পবিত্র কোরআন তাহাদিগকে সমান মর্যাদা দান করে না। হুজুর কোরআন করীম হাতে লইয়া বলেন যে, এই পবিত্র গ্রন্থে ইহাই লিখিত আছে যে, পুরুষদের যে অধিকার আছে, ঠিক সেই অধিকার নারীরও রহিয়াছে। মানুষ হিসাবে এবং মানবীয় অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন করীম পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নাই বরং সেই দিক থেকে উভয়কে সমান মর্যাদা দান করিয়াছে।

একজন সাংবাদিক পর্দা প্রথার উল্লেখ করিলে হুজুর বলেন যে, পর্দার আদেশ মহিলাদিগকে দুষ্ট লোকের অনিষ্ট হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে দান করা হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া নয় বরং তাহাদিগের জন্য সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করা। কুরআন করীম নারীদিগকে অন্যান্যদের অপকার হইতে নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ দান করিতে চায় কিন্তু আপনারা চান না যে নারীদিগকে নিরাপত্তা দেওয়া হউক।

একজন সাংবাদিক বলিলেন, আপনি পুরুষদিগকে নারীদের অপকার হইতে রক্ষা করেন না কেন ? হুজুর ইহাতে কৌতুকস্থলে স্বতঃস্ফূর্ত জওয়াব দেন—'যদি আপনারা অর্থাৎ এখানকার লোক অপকার হইতে বাঁচার ও সংরক্ষণের জন্য পর্দা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে উহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না।' এই স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরে সকল সাংবাদিক প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠেন।

ঐ কথাটিতো কৌতুকস্বরূপ প্রাসঙ্গিকভাবে আসিয়া গিয়াছিল—হুজুর আলোচ্য বিষয়ের জের টানিয়া আরো বলেন, ইসলাম মানুষ হিসাবে নারীদিগকে পুরুষদের সমান মর্যাদা দিয়াছে—এ বিষয়টি ইহাতেই প্রকাশ পায় যে, কুরআন করীমে যে সকল আদেশ-নির্দেশ দান করা হইয়াছে তাহা الناس ! (মানব সকল)-কে সম্বোধন করিয়াই দান করা হইয়াছে, এবং আরবী ভাষা অনুযায়ী الناس ! শব্দ পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের (একত্র) সমষ্টির উপর প্রযোজ্য হয়। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা শরীয়তের অধিকাংশ হুকুম একসঙ্গে নারী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধন পূর্বক দান করিয়াছেন। এই আদেশাবলীতে আল্লাহ্‌তায়ালা উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নাই। অবশ্য কতিপয় অধিকার এমনও আছে যেগুলি মাতা, কন্যা, ভগ্নী এবং স্ত্রী হিসাবে শুধু নারীদের উদ্দেশ্যই দান করা হইয়াছে, এবং যেগুলি একমাত্র তাহাদিগের ক্ষেত্রেই দেওয়া যাইতে পারে, পুরুষরা সেগুলিতে অংশীদার হইতে পারে না। কুরআন করীমে ঐরূপ আয়াতের সংখ্যা (যেগুলিতে শুধু স্ত্রীলোক সম্পর্কিত অধিকারের কথাই উল্লিখিত আছে) ৪৯। আর যে সকল আয়াতে শুধু পুরুষদের অধিকার ব্যক্ত করা হইয়াছে সেগুলির সংখ্যা এত অল্প যে, আঙ্গুলে গণা যায়। প্রকৃত বিষয় এই যে, ইসলাম মানব হিসাবে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়কে সমমর্যাদ দান করিয়া তাহাদের জন্য সমান সমান অধিকার নির্ধারণ করিয়াছে এবং কোন কোন দিক দিয়া পুরুষদের মোকাবেলায় নারীদিগকে অধিকতর হক বা অধিকার দান করিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত পেশ করিতে গিয়া হুজুর বলেন যে, গৃহের যাবতীয় খরচের দায়িত্ব আল্লাহ্‌তায়ালা পুরুষের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন অর্থাৎ তাহার এই দায়িত্বভার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছেন, এমন কি স্ত্রীর নিকট যদি তাহার ব্যক্তিগত অর্থ বা সম্পদ থাকে অথবা ব্যক্তিগতরূপে কোন অর্থ বা সম্পদ লাভ করে, তাহা হইলে পুরুষদের কোন অধিকার নাই যে, সে তাহার স্ত্রীর সেই অর্থ বা সম্পদ লইয়া সাংসারিক খরচা হিসাবে ব্যয় করে। স্ত্রীকে স্বাধীনতা দান করা হইয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে তাহার মালের কোন অংশই সংসারের খর্চার জন্য স্বামীর হাতে তুলিয়া নাও দিতে পারে, কেননা সংসারের খর্চার দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে পুরুষের দায়িত্ব। অবশ্য স্ত্রী স্বপ্রণোদিত হইয়া ইচ্ছা করিলে তাহার মালের কোন অংশ স্বামীকে উপহার হিসাবে দিতে পারে। পুরুষ তাহাকে তাহার মাল বা উহার কিছু অংশ সাংসারিক খরচের জন্য তাহার নিকট হস্তান্তর করিতে বাধ্য করিতে পারে না। নিজস্ব মাল পুরুষের নিকট হস্তান্তর না করিবার ব্যাপারে স্ত্রীলোককে আল্লাহ্‌তায়ালা এবং তাঁহার রসুলের জামানত প্রদান করা হইয়াছে। পরিশেষে হুজুর বলেন, যে-কোন দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে আল্লাহ্‌তায়ালা (ইসলামে) স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদের সমান অধিকার দান করিয়াছেন এবং সেই সকল অধিকার লাভ সংরক্ষণ করার ব্যাপারে তাহাদিগকে পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হইয়াছে।

আশ্চর্যজনক গ্রন্থ ঃ

হুজুর কুরআনী শিক্ষার শ্রেষ্ঠতার উপর আলোকপাত করিয়া আরও বলেন : কুরআন করীম একটি আশ্চর্যজনক গ্রন্থ। আমরা একমাত্র ইহারই অনুশাসন মানিয়া চলি এবং প্রতিটি পদক্ষেপে ইহাই আমাদের পথ প্রদর্শক। এই গ্রন্থ আজ হইতে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে নবীগণের সেরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারা এই ঘোষণা করিয়াছিল :

অর্থাৎ "আমি শুধু তোমাদেরই ন্যায় একজন 'বাশার' (মানুষ)।" এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণার দ্বারা তিনি প্রকৃতপক্ষে ইহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী সমগ্র মানুষ 'বাশার' হিসাবে পরস্পর সমান ; সেইদিক হইতে কোন পার্থক্য নাই। 'বাশার' শব্দ আরবী ভাষায় নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মানুষ হিসাবে নারীদিগকে পুরুষদের সমান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই।

তেমনিভাবে কুরআন করীম মানুষের সার্বিক হক ও অধিকার আজ হইতে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বেই নির্ধারণ করিয়াছে, এবং ঘোষণা করিয়াছিল যে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে কোনরূপ পার্থক্য রাখা ন্যায়সঙ্গত নয়। যেভাবে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান, তেমনি মানবীয় হক ও অধিকারের ক্ষেত্রেও মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই।

কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের কার্যধারা ঃ

একজন সাংবাদিক যখন কতক মুসলিম রাষ্ট্রের কার্যধারার প্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষার ভ্রান্ত ব্যাখ্যাদান করিতে চাহিলেন, তখন হুজুর বলেন, ইসলামী শিক্ষা যথাস্থানে রহিয়াছে। উহাকে কাহারও রাজনৈতিক বা সাধারণ কার্যধারার আলোকে নির্ণয় বা নির্ধারণ করা উচিত নয়। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্যধারার মধ্যে পার্থক্য ও ভিন্নতা বিরাজ করিতেছে। এমতাবস্থায় তাহাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও কৌশলগত কার্যধারাকে 'ইসলামী' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না। সঠিক নিয়ম হইল এই যে, কুরআনী শিক্ষা, যেমন এখনই আমি উহা কিছুটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছি, উহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কোন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা কৌশলগত কর্মপদ্ধতি এবং সাধারণ কার্যধারাকে পরখ ও নির্ণয় করিয়া দেখা উচিত যে উহা কতখানি ইসলাম-সম্মত। এই প্রসঙ্গে হুজুর ইরান, ইরাক ও মিশরের স্ব স্ব কার্যধারার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলেন যে, তাহাদের মধ্যে সুস্পষ্টতঃ ভিন্নতা ও পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যের দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনী শিক্ষাকে, যাহা সর্ব প্রকার স্ব-বিরোধ মুক্ত, বিভিন্ন দেশের পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক কার্যধারার আলোকে নির্ণয় করা উচিত নয়, বরং কুরআনী শিক্ষা একমাত্র কুরআন করীম হইতেই গ্রহণ করিয়া উহার সম্বন্ধে রায় কায়েম করা উচিত।

সারা বিশ্বে ইসলাম বিস্তারের পন্থা ঃ

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি সারা বিশ্বে ইসলাম বিস্তার করিতে চান এবং ইহার জন্য প্রচেষ্টাও চালাইতেছেন। আপনার মতে শক্তি প্রয়োগ ব্যতিরকে কি ইসলাম বিস্তার করা এবং উহাকে জয়যুক্ত করা সম্ভব? হুজুর বলেন ঃ শক্তির দ্বারা দেশ তো জয় করা যায়, কিন্তু হৃদয় জয় করা যায় না। মানবহৃদয় সদা প্রেম, ভালবাসা এবং নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারাই জয় করা সম্ভব। আমরা প্রেম, ভালবাসা এবং নিঃস্বার্থ সেবা ও খেদমতের দ্বারা

মানব হৃদয় জয় করিবার নিরলস চেষ্টায় নিয়োজিত রহিয়াছি। আর ইসলাম-বিস্তার এবং উহার বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিষয় প্রসঙ্গে আমি ইহা বলিতে চাই যে, আমরা যখন কাহাকেও কোন জিনিস দিতে চাই বা তাহাকেও দিয়া কোন জিনিস গ্রহণ করাইতে চাই, তখন আমাদিগকে তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইতে হয় যে, পূর্ব হইতে তাহার নিকট যে জিনসটা আছে তাহা অপেক্ষা ইহা উত্তম, অধিক কার্যকরী ও উপকারী এবং লাভজনক। এমনি ধারায় আমরা বিশ্বের জাতিবর্গের সমক্ষে প্রীতি ও ভালবাসার সহিত ইসলামকে তুলিয়া ধরিতেছি। তাহারা যে শিক্ষা বা মতবাদের অনুসারী, উহার তুলনায় ইসলামী শিক্ষাই উত্তম—ইহা যদি আমরা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইতে ও বুঝাইয়া দিতে সফল হইতে না পারি, তাহা হইলে তাহারা ইসলামী শিক্ষাকে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু যদি তাহা করিতে আমরা সফল হইতে পারি, তাহা হইলে দুনিয়ার কোন শক্তি তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখিতে পারিবে না এবং তাহারা ইসলামে দীক্ষিত না হইয়া পারিবে না। আমি ইহাও বলিয়া দিতে চাই যে, ঐ সময় দূরে নয়, যখন আমরা মানুষের হৃদয় ইসলামের জন্য জয় করিতে সাফল্যমণ্ডিত হইব। আগামী একশত বৎসরের মধ্যেই উক্ত বিপ্লব সংঘটিত হইবে।

একজন সাংবাদিক হুজুরকে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য জিজ্ঞাসা করেলে হুজুর বলেন, আমি আমার জীবন মানবজাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। আমার অন্তরে মানবজাতির ভালবাসা ও সহানুভূতির এক সমুদ্র উদ্বেল রহিয়াছে। সেজন্যই তাহাদিগকে কল্যাণের পথের দিকে—যাহা নিঃসন্দেহ ইসলামেরই পথ—আমি তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতেছি। এখানেও আমি মহব্বতের পয়গাম লইয়াই আসিয়াছি, এবং তাহা এই যে, 'মানুষ মানুষকে ভালবাসুক'। মহব্বতের ফলে মহব্বত সৃষ্টি হয়। সর্বদা ভালবাসাই বিজয়লাভ করিয়াছে। কুসংস্কার ও ঘৃণার ভাগ্যে চিরকাল হইতেই পরাজয় নির্ধারিত। সুতরাং আমরা পরম মহব্বত ও ভালবাসার প্রভাবাধীনে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য এবং তদনুযায়ী আমাদের আদর্শগত ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া আপনাদের মন জয় করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের জন্য দোওয়া করিব যেন আল্লাহতায়ালা আপনাদের অন্তঃকরণকে হেদায়তের জন্য খুলিয়া দেন যাহাতে আপনারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার তৌফিক ও সামর্থ্য লাভ করেন। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আগামী একশত বৎসরের মধ্যেই আমরা সমগ্র মানবজাতির হৃদয় জয় করিতে সফলকাম হইব। আমরা মন জয় করিতে চাই; রাষ্ট্র বা রাজত্ব লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

ঐশী সাহায্য ও স্বর্গীয় সহায়তা লাভের একটি বিশেষ দিক ঃ

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ব্যবস্থাকে সাফল্যের সংগে চালাইবার জন্য জামাতের আর্থিক উপায়-উপাদান কী? হুজুর বলেন, এক তো জামাতের সদস্যবৃন্দ স্ব-প্রণোদিতভাবে চাঁদা দিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সর্বোতঃভাবে অগ্রসর হইয়া

চরম ও পরম আর্থিক কুরবানী পেশ করেন। দ্বিতয়তঃ আর্থিক দিক দিয়াও আল্লাহ্‌তায়ালার আলৌকিক সাহায্য আমাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বিরাজ করিতেছে। তিনি স্বয়ং আমাদের সাহায্য করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার অলৌকিক সাহায্যের দৃষ্টান্ত পেশ করিতে গিয়া হুজুর বলেন, আমরা চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন দেশে ক্লিনিক খুলিলাম। ইহা একটি ক্ষুদ্র আকারের প্রয়াস ছিল মাত্র। কিন্তু খোদাতায়ালা ইহাতে অসাধারণ বরকত দান করেন। তিনি আমাদের ডাক্তারদের হাতে 'শেফা'—'আরোগ্যের গুণ' দিয়া দেন, যাহার ফলে মানুষের ঝোঁক আমাদের হাসপাতালগুলির দিকে বাড়িয়া যাইতে থাকে। এ কারণ বশতঃই, এখন আমাদের এই সমগ্র প্রজেক্টের বার্ষিক বাজেট চার কোটি টাকায় উপনীত হইয়াছে। এই প্রজেক্টটিকে আল্লাহ্‌তায়ালা একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহের দ্বারাই সেবার পাশাপাশি আয় বৃদ্ধির উপায় হিসাবে রূপান্তরিত করিয়াছেন, এবং তাহা ঘটিয়াছে এইভাবে যে, আমাদের হাসপাতাল-গুলিতে চিকিৎসা গ্রহণকারীগণ যখন বিপুল সংখ্যায় আরোগ্য লাভ করিতে শুরু করিল, তখন সেখানকার বিত্তশালীরাও আমাদের হাসপাতালগুলিতে আসিতে শুরু করেন এবং তাঁহারা বিনা মূল্যে চিকিৎসা করাইতে রাজী নহেন। এইরূপে আয়ের পথ খুলিয়া যায়। যাহা আয় হয় উহার দ্বারা আমরা দরিদ্রের বিনা মূল্যে চিকিৎসা করি।

হাসপাতাল সমূহের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া হুজুর বলেন যে সেগুলির নেক শোহরত ও সুখ্যাতির কারণে সেখানকার মন্ত্রীগণও আমাদের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার্থে আসিতে শুরু করেন। যখন মানুষে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারা সরকারী হাসপাতাল ছাড়িয়া আহমদীয়া মিশনের হাসপাতালগুলিতে কেন যান? তখন তাঁহারা বলেন, অন্যান্য হাসপাতালে সব কিছু আছে কিন্তু 'আরোগ্য' নাই। যেহেতু 'আরোগ্য' আহমদীয়া হাসপাতালগুলিতেই লাভ হয়, সেই জন্য আমরা সেগুলিতেই চিকিৎসার জন্য যাই।' ঘানায় এমনও একটি কেস ছিল যে ইউরোপীয়ন ডাক্তারগণ রুগীর চিকিৎসা করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিলেন যে রুগীকে ইউরোপ লইয়া গিয়া সেখানকার কোন হাসপাতালে অপারেশন করাও'। অপারেশনের জন্য তাহাকে ইউরোপ লইয়া যাওয়ার সামর্থ্য রুগীর অবিভাবকগণের ছিল না। এমতাবস্থায় আহমদীয়া হাসপাতালের ডাক্তারগণ সরকারকে বলিলেন যে, তাঁহাদিগকে অস্ত্র প্রচারের অনুমতি দেওয়া হউক, যাহাতে রুগীর প্রাণরক্ষার উপায় সৃষ্টি করা যায়। সরকার অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে সেখানকার জনসাধারণ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে—হয়ত সরকার আহমদী ডাক্তারদিগকে অস্ত্র প্রচারের অনুমতি দিক, নয়ত সরকার নিজ খরচে রুগীকে ইউরোপ পাঠাইয়া সেখানে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক। ইহাতে সরকার আহমদী ডাক্তারদিগকে অপারেশন করার অনুমতি দান করিলেন। তাঁহারা অপারেশন করিলেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে রুগীকে আরোগ্য দান করিলেন। আলৌকিকভাবে আরোগ্য লাভের এধরণের ঘটনাবলী দূরদূরান্ত ব্যাপী খ্যাতিলাভ করে। উহার

পরিণতি হিসাবে এখন আশে-পাশের দেশ সমূহের লোকজনও আমাদের হাসপাতালগুলিতে আসিয়া চিকিৎসা করান। তাঁহারা চিকিৎসা বাবদ খরচ পরিশোধ করেন। সেই লব্ধ অর্থ আমরা গরীবদের বিনামুল্যে চিকিৎসাখাতে ব্যয় করি।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে হুজুর নাইজেরিয়া, ঘানা, আইভরীকোষ্ট, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য কতিপয় দেশে জামাতে আহমদীয়ার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত কয়েক শত প্রাইমারী, মিডিল ও কয়েক ডজন হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দান করেন এবং বলেন যে, এই সকল স্কুল ও হাসপাতাল আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সংগে চলিতেছে এবং এই সকল দেশে শিক্ষাক্ষেত্রেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ খেদমত সমাধা করিয়া চলিয়াছি। হুজুর ইহাও জানান যে, সেখানকার সরকার সমূহ এবং জনসাধারণ আমাদের এই খেদমত ও অবদানমূলক কাজকে অত্যন্ত সমাদরের দৃষ্টিতে দেখেন এবং উহার প্রতি আন্তরিক স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

আসল পার্থক্য এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ ঃ

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'অপরাপর ফেরকাগুলির মোকাবিলায় জামাতে আহমদীয়া তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কী? হুজুর উহার উত্তরে বলেন, 'ইহা তো সকলেই মানেন যে আখেরী জামানায় জগৎ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ আসিবেন। আমরা বলি যে, তিনি আসিয়া গিয়াছেন। 'আসিবেন' এবং 'আসিয়া গিয়াছেন'—এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সুস্পষ্ট, এবং উক্ত পার্থক্যই আমাদিগকে অন্যান্যদের মোকাবেলায় তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দান করে।' এই উত্তর শ্রবণে সকল সাংবাদিক অত্যন্ত অভিভূত হন এবং সহসা হাসিয়া উঠেন। হুজুর আরও বলেন, জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা (যাঁহাকে আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রত্যাদিষ্ট 'মসীহ মওউদ' এবং ইমাম মাহ্‌দী' বলিয়া মানি তিনি) বলিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী আপনারা প্রতীক্ষায় থাকিলেও প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী আর আসিবেন না, কেননা আগমনকারী আসিয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য প্রশ্ন ঃ

সাংবাদিকগণ জামাত আহমদীয়ার বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচার কর্মতৎপরতা, উহার প্রভাব ও সুফল, হুজুরের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা ও অবস্থাবলী এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মীয় ও তবলিগী আন্দোলনের সর্বপ্রধান হিসাবে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী সম্বন্ধেও অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। হুজুর প্রতিটি প্রশ্নের বিশদ উত্তর অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করেন।

একটি প্রশ্ন ছিল, আপনি কি আপনার প্রচার অভিযান এবং কর্মতৎপরতায় সন্তুষ্ট আছেন? হুজুর ইহার উত্তরে বলেন, আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টা ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্নধারায় ফলপ্রসূ হইয়া চলিয়াছে। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মধারায় ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে, এক সময় ছিল যখন ইউরোপে ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশুভ শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ করা হইত এবং ইহাকে অনেক গাল-মন্দ দেওয়া হইত। কিন্তু এখন তদ্রূপ অবস্থা

নয়। এই পরিবর্তন স্বস্থানে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, এবং ইহা ইসলামের উজ্জল ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত বহণ করে। আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় রহিয়াছে বরং আমরা পাকা-পুক্তো ঈমান রাখি যে, আমরা প্রীতি ও ভালবাসার সহিত, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও উজ্জল নিদর্শনাবলীর দ্বারা সমগ্র মানবজাতির মন জয় করিতে সাফল্যমণ্ডিত হইব এবং তাহারা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া পারিবে না।

প্রেমের দূত ঃ

এই জনাকীর্ণ প্রেস কনফারেন্স (সকাল ১১টা হইতে দ্বিপ্রহর ১টা পর্যন্ত) একটানা দুই ঘন্টা ব্যাপী স্থায়ী থাকে। সাংবাদিকগণ হুজুরের উত্তর ও সারগর্ভ বক্তব্য সমূহ একান্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। তাঁহাদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এক মূহুর্তের জন্যও বিরক্তি বোধ না করিয়া তাঁহারা বহুবিধ প্রশ্ন করিতে থাকেন। যে একাগ্রচিত্তে তাহারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন এবং ঠিক সেই ভাবেই উহাদের উত্তর শ্রবণে মগ্ন ছিলেন তাহাতে মনে হইতেছিল, কনফারেন্স আরও ৩/৪ ঘন্টা ব্যাপী অব্যহত থাকিবে। অন্যান্য ব্যস্ততার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রেস কনফারেন্স পরিশেষে গুটাইতে হইয়াছে। ১টার সময় যখন উহা সমাপ্ত হওয়ার পরেও কয়েকজন সাংবাদিক হুজুরের নিকট আরও প্রশ্ন করিয়া জামাতের তবলিগী ও তা'লীমী (প্রচার ও শিক্ষা ক্ষেত্রে) কর্মতৎপরতার সম্বন্ধে অধিকতর তত্ব ও তথ্য অবহিত হইতে থাকেন। মোটকথা, উক্ত কনফারেন্স খোদাতায়ালার ফজলে অতীব সাফল্যমণ্ডিত হয়। পত্রিকা সমূহ ইহার সম্পর্কে যে সকল বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করে সেগুলিতে তাহারা হুজুরকে 'প্রেমের দূত' বলিয়া অভিহিত করে।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদানকারী কয়েকজন সাংবাদিক প্রতিনিধি এবং সাংবাদপত্র সমূহের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) দৈনিক Frankfurter Nachrichten-এর Mr. Harald Achilles.

(২) জার্মান প্রেস এ্যাজেন্সিজ-এর Mr. Laszlo Trankovits,

(৩) প্রটেষ্ট্যান্ট চার্চ প্রেস এ্যাজেন্সিজ-এর Mrs. Cornelia Lohlein

(৪) দৈনিক 'নাখত আউস গায়ে' এবং দৈনিক 'আম্বজ পোষ্ট''-এর Mr. Umgarisch.

(৫) দৈনিক Frankfurter Rundschau-এর মিসেস উরসলা মহরল।

(৬) দৈনিক Bild-এর Mrs. Dorothee & Mr. Martin Kaupp.

(৭) দৈনিক 'ফ্রাঙ্কফার্ট'ার নিউ প্রেস-এর Mr. Heiko Rosher & Mr. Bomi.

(৮) জেনারেল নিউজ প্রেস-এর Mr. Till Man Ohill & Mr. Michael C. Goering.

(৯) Blitz Tip-এর Mr. C. Schwarz.

(১০) Tip Magazine-এর আহমদী সাংবাদিক জনাব হেদায়েতুল্লাহ হিউবেশ।

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)

সংবাদ ঃ

কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণী ঃ

কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা যথাক্রমে ৩১শে অক্টোবর, ১লা ও ২রা নভেম্বর এবং ৭, ৮ ও ৯ই নভেম্বর ১৯৮০ইং তারিখে রাবওয়ায় অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২রা নভেম্বর ১৯৮০, কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন :

"ছিঃ চতুর্দশ শতাব্দীকে বিদায় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীকে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"—কলেমা 'বেরেদ' হিসাবে উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে সর্বক্ষণ মৃদু কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করিতে থাকুন। আজ সে-ই ইজ্জত পাইবে, যে খোদাতায়ালার তৌহীদের গীতি গাহিবে। যাহার জীবন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন অনুযায়ী রূপায়িত হইবে না, সে বাহু-বলে কখনও নিজের ইজ্জত করাইতে পারিবে না। অদূর ভবিষ্যতেই সারা জগত ইসলামের দিকে মনোযোগী হইবে এবং সেই সময় আসিবে যখন জগতে একশত ভাগের নিরানব্বই ভাগ মানুষ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইবে।"

বিস্তারিত খবর পরে প্রকাশিত হইবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইজতেমাদ্বয়ে বাংলাদেশ হইতে যথাক্রমে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র নাজেমে আলা জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব এবং মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার নায়েব সদর—২ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ সাহেব যোগদান করেন।

তাহরীকে জদীদের ৪৭তম বর্ষের ঘোষণা ঃ

রাবওয়া, ৩১শে ইখা/অক্টোবর—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) আজ এখানে মসজিদ আকসায় জুমার নামাজের পূর্বে ৪ মাস ব্যাপী তাঁহার বিদেশ সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম জুমার খোৎবা প্রদানকালে তাহরীকে জদীদের ৪৭তম বর্ষের ঘোষণা করেন এবং এরশাদ করেন যে, নব বর্ষে তাহরীকে জদীদের লক্ষ্যমাত্রা পাকিস্তানী জামাত সমূহের জন্য ১৮ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা গেল।

হুজুর তাহরীকে জদীদের কল্যাণময় স্কীমের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন যে, এই তাহরীক প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার অবিকল ইচ্ছা অনুযায়ী জারী করা হইয়াছিল। হুজুর তাঁহার সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সাম্প্রতিক সফরে আমি যাহা দেখিয়াছি, যে সকল নে'মত লাভ করিয়াছি এবং যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, এই যাবতীয় নে'মতের উৎপত্তির মূল-ব্যবস্থা এবং উপকরণ আল্লাহ্‌তায়ালা ৪৭ বৎসর পূর্বে ('তাহরীকে জদীদ' স্কীম প্রবর্তনের মাধ্যমে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সংকলন : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওঊদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতাল্লাহে আ'লাল কাফের নাল মুফতারিণীন
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor